চর্যাপদ

#চর্যাপদকে সান্ধ্য/সন্ধ্যা ভাষা বলার কারণ:

সন্ধ্যাভাষার আভিধানিক অর্থ **সাংকেতিক ভাষা**। চর্যাপদের আবিষ্কারক **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** এর ভাষাকে সন্ধ্যা ভাষা হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, *"সন্ধ্যা ভাষা মানে আলো আঁধারী ভাষা। কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। যাঁহারা ভজন সাধন করেন, তাঁহারাই সেই কথা বুঝিবেন। আমাদের বলিয়া কাজ নাই।"*

অর্থাৎ **এই সকল ধর্ম কথার ভিতরে, অন্য একটি ভাবের কথাও আছে।**

ড. সুকুমার সেন বলেন, ***"সন্ধ্যা ভাষার শব্দের বাহ্য অর্থ এক আর ভিতরে অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন।"***

চর্যাপদ মূলত ধর্মচর্চার প্রকাশ্, এটি বৌদ্ধ সাহজিয়াদের সাধন সঙ্গীত। গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়সহ অন্যান্য বিরোধীদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কবিগণ ধর্মীয় গূঢ় তত্ত্ব সম্বলিত এ পদগুলো রচনায় আলো আঁধারি রূপক ভাষা ব্যবহার করেছেন। এর ফলে অর্থ হয়ে পড়ে দুর্বোধ্য, কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। বিশেষজ্ঞগণ এটাকে সন্ধ্যার অল্প আলো অল্প আঁধারের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ সান্ধ্য ভাষা হিসেবে অভিহিত করেন।

সূত্র: চর্যাপদ, অতীন্দ্র মজুমদার

VICTORS
the learning network

#চর্যাপদের নিম্নবর্গীয় মানুষের পরিচয়:

চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়াগন ধর্মচর্চার উদ্দেশ্যে রচনা করে থাকেন। এতে তৎকালীন সমাজের নিম্নবর্ণীয় বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদের বেশির ভাগ কবিতায় **নীচ ও অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনযাত্রা ও দরিদ্র জীবনের বেদনা বিষাদের** চিত্র ফুটে উঠেছে।

সমাজের নীচু স্তরের মানুষেরা যারা অভিজাত মানুষ থেকে দূরে গ্রামের প্রান্তে টিলায় পাহাড় গাত্রে বসবাস করত, তাদের বেশির ভাগ মানুষের জীবন রিক্ততায় পরিপুর্ন ছিল।

১০ নং চর্যায় বলা আছে,***"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়ি আ"*** অর্থাৎ নগরের বাইরে ডোম্বে/ডোম্বিতে তোর কুড়ে ঘর।

৩৩নং চর্যায় বলা আছে, ***"টালত মেরে ঘর নাহি পড়বেশী। হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।"*** অর্থ্যাৎ সমাজ থেকে দূরে প্রতিবেশীহীন টিলার উপর ঘর, হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য যেখানে অতিথি ও সংসার বেড়েই যাচ্ছে।

৮,১৩, ১৪,১৫, ১৮ নং চর্যায় যেসকল নিম্নবর্গীয় বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে রয়েছে **ডোম, চন্ডাল, কুলি, কামিন, মাঝি, শিকারি, তাঁতী, কাঠুরে** ইত্যাদি। এসব নিম্ন-বর্গীয় জনগোষ্ঠী **কৃষিকাজ, হাট বাজার, নৌকা পারাপার, পশু শিকার, কাঠ বিক্রি, মদ বিক্রি** ইত্যাদি কাজ করত এবং যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতো। চর্যাপদে বিভিন্ন উৎসব পালন, অতিথি অ্যাপায়ন সহ সামাজিক নানা রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া সেসময় **চুরি ডাকাতির প্রাদুর্ভাব** ছিল।

২নং চর্যায় বলা আছে

"কোনেট চোরে নিল অধরাতী"

দাবা খেলা, পান খাওয়া, মদ পান, নাচ গান সামাজিক জীবনে প্রচলন ছিল। চর্যাপদে এমন নানা উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সূত্র: চর্যাপদ, অতীন্দ্র মজুমদার

#চর্যাপদের ভাষা নিয়ে বিদ্যমান বিতর্ক/ভাষা কেন্দ্রিক বির্তক:

চর্যাপদের ভাষায় বাংলা হিন্দী, মৈথিলী, অসমীয়া/অহমিয়া, উড়িয়া, তৎসম ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বিভিন্ন পণ্ডিতগন এটিকে নিজ নিজ সাহিত্য বলে উল্লেখ করেন।

- **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** ১৯১৬ সালে তার নিজের সম্পাদনায় **চর্যাপদ** প্রকাশিত করেন। সেখানে তিনি চর্যাপদ হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় রচিত বলে অভিমত দেন, কিন্তু তিনি ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে এটি বিশ্লেষণ করেন নি।
- ***'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'*** প্রকাশিত হবার পরপরই তা পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চর্যাপদে মোট পাঁচটি ভাষার শব্দ পরিলক্ষিত হয়। যথা:
    - **বাংলা**
    - **হিন্দী**
    - **মৈথিলী**
    - **অসমীয়া**
    - **উড়িয়া**
- প্রাকৃত ভাষা থেকে জন্ম নেওয়া এ ভাষাগুলোর শব্দগত মিল থাকার কারণে অন্যান্য ভাষার পণ্ডিতপণ চর্যাপদকে নিজ নিজ ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবি করেন।

- ১৯২০ সানে **বিজয়চন্দ্র মজুমদার** *'History of Bengali Language'* নামক প্রশ্নে প্রথম ভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি চর্যাপদে হিন্দি ও উড়িয়া ভাষার প্রভাবের কথা ব্যক্ত করেন।
- ১৯২৬ সালে **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** তাঁর গ্রন্থ **ODBL (Origin and Development of Bengali Language)** এ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চর্যাপদের ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিপর করে প্রমাণ করেন যে, চর্যাপদ বাংলা ভাষার সম্পদ। তখন অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এ অভিমত সমর্থন করেন।
- এছাড়াও ভুসুকুপার ৪৯নং পদে পওয়া খাল (পদ্মা নদী) নামের উল্লেখ রয়েছে।
- ভাষাকেন্দ্রিক বির্তকের সূচনা করেন **ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,** তার মতে এই গ্রন্থটির ভাষা **বঙ্গকামরূপী। চর্যাপদে ৫টি ভাষার আধিক্য পাওয়া যায়- বাংলা, অহমিয়া, তৎসম, হিন্দী ও আরবী**, তাই সার্বিকভাবে এই ভাষা আলো আধাঁরি ভাষা নামে পরিচিত। উদাহরন স্বরূপ:

  "বর সূন গোহালী কিম দুঠ্য বলন্দে"

  এর অর্থ: দুষ্ট গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো।

  উল্লেখিত বাক্যে ৫টি ভাষার মিশ্রনই পাওয়া যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, চর্যাপদে ১৬৬০ টি শব্দ রয়েছে। এসব শব্দের মধ্যে সংস্কৃত প্রায় ১৫%, তৎসম প্রায় ২৫%, বাংলা প্রায় ৬০% রয়েছে। চর্যাপদে যেহেতু পঁওয়াখাল বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা শব্দের উল্লেখ আছে। সেহেতু বলা যায়, চর্যাপদে বাংলা শব্দের আধিক্য বেশি, যেগুলো হল: প্রায়

- স,ষ এর পরিবর্তে শ এর ব্যবহার বেশি।
- য " " জ " " "।
- য় " " আ " " "।
- ং " " ঙ " " "।
- ন বা ণ এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সূত্র: চর্যাপদ, অতীন্দ্র মজুমদার

#চর্যাপদের আবিস্কারের ইতিহাস বৃত্তান্ত:

১৮৮২ সালে রাজেন্দ্রলাল মজুমদারের **Sanskrit Buddist Literaturce in Nepal** নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধন প্রণালী সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়। গ্রন্থটি পড়ে **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** উজ্জীবিত হন। এবং বৌদ্ধদের সাধন প্রণালী সম্পর্কে জানার জন্য নেপালের রাজ দরবারে যান।

১৯০৫ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী **সরজ বজ্র** রচিত **দোহাকোষ** নামক একখানা গ্রন্থ উদ্ধার করেন, ঐ দরবার থেকে। ১৯০৬ সালে কৃষ্ণচার্য কর্তৃক **ডাকার্ণব** গ্রন্থ উদ্ধার করেন। এবং ১৯০৭ সালে **চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়** উদ্ধার করেন। গ্রন্থটির রচয়িতা সহজিয়া নামক বৌদ্ধগন।

এই তিনটি গ্রন্থ একত্রে ১৯১৬ সালে **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ** থেকে ***হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহাকোষ*** নামে প্রকাশ করে।

সূত্র: চর্যাপদ, অতীন্দ্র মজুমদার

#চর্যাপদ রচয়িতাদের ধর্মমত/সাধনতত্ত্ব:

১৯১৬ সালে **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ** থেকে ***হাজার বছরের পুরানো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহাকোষ*** নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থের রচয়িতা সহজিয়া বৌদ্ধগন; সহজিয়া বৌদ্ধগনের পরিচয় দিতে গিয়ে **ভুসুকুপা** বলেন,

"সহজানন্দ মহাসূহ নীলে"

অর্থাৎ **সহজ আনন্দের মাঝে মহাসুখ বিদ্যমান**।

লুইপা ১নং পদে বলেন, **"দৃঢ় করি অ মহাসূহ পরিমান"**

অর্থাৎ **আত্ম নিয়ন্ত্রনের মাঝেই মহাসুখ বিদ্যমান।**

এ জন্য তারা সাধনা করেন এবং তারা মনো করেন, মানুষ হীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং হীনযান থেকে মানুষ প্রথমে বজ্রযানে এবং তার পরে মহাযানে যান।

VICTORS
the learning network

বৌদ্ধরা মনে করেন, মানুষের সফল হওয়ার পেছনে যেটি প্রধান শত্রু হিসেবে কাজ করে, সেটি হচ্ছে মানুষের কাম চেতনা বা মানুষের শারীরবৃত্তীয় চেতনা। যে মানুষ তার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যে মানুষ সহজে মুক্তি লাভ করতে পারে। এই শরীরকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য তারা **ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না** এর সাহায্য নেন, এবং তারা সাধনা শুরু করেন।

সহজিয়া বৌদ্ধগণের ধর্মমতে তিনটি মুল কথা হচ্ছে

"দৃঢ় করি অ মহাসূহ পরিমান" - আত্মনিয়ন্ত্রণের মাঝে মহাসুখ/ পরমসুখ বিদ্যমান।

"সেহল সমাহি অ কাহি করি অই" -প্রত্যেকটি দেহই একদিন মাটিতে সমাহিত হবে।

"ধমণ চমণ বেণি পান্ডি বৈঠা"- ধমন-চমন নামে দুইজন মানুষের পাপ পূণ্যের হিসাব করে।

সূত্র: চর্যাপদ, অতীন্দ্র মজুমদার

#চর্যাপদে নারীদের স্থান ও ভূমিকা:

- চর্যাপদ বিশ্লেষণ করলে সমাজের নানা বিষয়ের পাশাপাশি নারীদের সম্বন্ধে ধারনা পাওয়া যায়, চর্যাপদে উচ্চ শ্রেণীর নারীদের পরিচয় পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও নিচু শ্রেণীর নারীদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।
- তারা স্বেচ্ছায় পেশা ও সঙ্গী নির্বাচনে অধিকার রাখত।
- তারা পুরুষের পাশাপাশি ঘরে ও বাইরে শ্রম নির্ভর কাজ করত।
- নারীরা দুগ্ধ দোহন করত, মদ তৈরি করত এবং হাটবাজারে বিক্রি করতো।
- তাঁত বোনা, চেঙারী বিক্রি, নৌকা বাওয়া, নাচা- গাওয়া ইত্যাদি পেশায় তাদের অংশগ্রহণ ছিল প্রধান।

  কাহ্নপা তাঁর ১০ নংপদে বলেছেন, এক ডোমিনী তাঁত ও চেঙারী বিক্রি করত।

  চর্যায় ১৪ নং পদে বলা আছে, ***বাহ তু ডোম্বি বাহ লো ডোম্বি বাটত ভইল উছারা***

  অর্থাৎ *ডোমিনি তুমি নৌকা বেয়ে চল, ও গো ডোমনি বেয়ে চল, পথে দেরি হল।*

- সমাজের নিচু শ্রেণীর নারীগন উঁচু শ্রেণীর দ্বারা শোষিত হতো। ডোম্বিরা নিচু বর্ণের বলে তাদের ব্রাহ্মণরা তাদের ছুঁতো না, ন্যারের বাইরে রাখতো, কিন্তু অবৈধ যৌনাচারের আশায় তাদের দুয়ারে ঘুর ঘুর করত।
- নারীদের পুরুষের মত নৈতিক চরিত্র উন্নত ছিল না।

  ১৮ নং পদে নারীদের 'ছিনালী' অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তির কথাও রয়েছে।

  চর্যাপদের ২নং চর্যায় আছে

  দিব সহি বহুড়ী কাউ হি ডর ভাই

  রাতি ভইলে কামরূপ যাই।

  অর্থ: দিনের বেলায় বধূ কাক পক্ষী দেখলেও ভয় পায়, কিন্তু রাত হলে সে পুরুষের সঙ্গিনী হিসেবে কামরূপে যায়।

- চর্যাপদে গৃহবধূদের পরকীয়ার কথাও ফুটে উঠেছে।
  কাহ্নপা তার ১০ নং চর্যায় বলেছে

  "নগর বাহিরে ডোম্বি তোহারি কুড়ি আ

  ছই ছোই যাইসি বাহ্ম নাড়ি আ"

চর্যাপদের নারীদের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, নারীরা তখন অন্তঃপুর বাসিনী হিলেন না।

সূত্র: চর্যাপদ, অতীন্দ্র মজুমদার

#চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য :

ধর্মকেন্দ্রিক গ্রন্থ হলেও চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য অপরিসীম। চর্যার পদগুলোর অভ্যন্তর গীতিকবিতার মূর্ছনায় সিক্ত। কবিদের রচনার নৈপূণ্যগুণে ধর্মীয় তত্ত্বকথায় কাব্যরস ফুটে উঠেছে।

ধর্মীয় তাত্ত্বিকতা বর্ণনার ক্ষেত্রে কবিরা উপমা, রূপক ও শিল্পকর্মের আশ্রয় নিয়েছেন।

১ নং পদে **লুইপা** বলেছেন-

"কা আ তরুবর পঞ্চবী ডাল। চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল ।।"

- দেহ গাছের মতো, চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করে।

শবরপা একটি পদে বলেছেন-

"ণা ণা তরুবর মৌলিল রে।
ণা অণত লাগেলী জলী ॥"

--অসংখ্য গাছে ফুল ধরেছে, আর আকাশ ছুঁয়েছে তাদের ডাল।

শবরপা তাঁর ২৮ নং পদে বলেছেন-

"উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহান সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।"

- উঁচু পর্বতে শবরী বালিকা বসবাস করে, তার পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জারের মালা।

✓ আধুনিক ছন্দকারগণের মতে, চর্যাপদে **মাত্রাবৃত্ত** ছন্দের প্রভাব রয়েছে।

✓ চর্যাপদে ৬টি প্রবাদ বাক্য রয়েছে।

✓ চর্যাপদের ভাষায় তৎকালীন সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে।

✓ চর্যাপদে বাংলার তৎকালীন নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে।

#চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য সমূহ:

আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী
-ভুসুকু পা (৬নং পদ)
অর্থ: হরিণের নিজের মাংসই তার শত্রু।

হাথে রে কাঙ্কান মা লোউ দাপন
-সরহ পা (৩২নং পদ)
অর্থ: হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পণ প্রয়োজন হয় না।

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী
-ঢেন্ডণ পা (৩৩নং পদ)
অর্থ: হাড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্য অতিথি এসে ভীড় করে।

দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামায়
-ঢেন্ডণ পা (৩৩নং পদ)
অর্থ: দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?

বর সুন গোহালি কিমো দুটঠ(দুঠ্য) বলন্দে
-সরহ পা (৩৯নং পদ)
অর্থ: দুষ্ট গরুর চেয়ে শূণ্য গোয়াল ভালো।

আণ চাহন্তে আণ বিনঠী
-কঙ্কন পা (৪৪নং পদ)
অর্থ: অন্য চাহিতে অন্য বিনষ্ট।

#চর্যাপদে প্রকৃতির রূপ :

✓ কাব্যগুণসমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা চর্যাপদের বেশ কয়েকটি স্থানেই রয়েছে। পর্বতশীর্ষে লীলাময়ী বালিকার সৌন্দর্য বর্ণনা, গুঞ্জারের মালা, মিষ্টি সকালের রোদ, পত্রপুষ্পে ভরা বৃক্ষের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে পদগুলোতে।

✓ শবরপা রচিত একটি পদে বলা হয়েছে-

"গা গা তরুবর মৌলিল রে।

ণ অণত লাগেলী ডালী ॥"

- অসংখ্য গাছে ফুল ধরেছে। আর আকাশ ছুঁয়ে গেছে তাদের ডাল।

প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই কেবল এ ধরণের বাস্তব ও কাব্যমন্ডিত চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব।

✓ শবরপা তাঁর ২৮ নং পদে বলেছেন-

"উঁঞা উঁঞা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহান সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।"

- উঁচু পর্বতে শবরী বালিকা বসবাস করে, তার পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জারের মালা।

শান্ত পাহাড়, পুষ্পিত গাছ, স্রোতময়ী নদী, বিহ্বল জ্যোৎস্না, দীপ্ত মন্দির, শান্ত সন্ধ্যায় আরতির ঘন্টা, গোয়ালে গরু, গরুর দুধ দোয়ানো, অন্ধকারে চঞ্চল মুষিক এরকম দৈনন্দিন জীবনের মধুর চিত্রকল্প ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চর্যাপদের যথার্থ উপাদান।

#সহজিয়া :

✓ সহজিয়া একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়। গৌতম বুদ্ধের অবর্তমানে বৌদ্ধধর্ম দু'ভাগে বিভক্ত হয়। যথা: হীনযান ও মহাযান।

✓ মহামান থেকে কানদাসে উৎপত্তি হয় **বজ্রযান** ও **কালচক্রযান।** এই **বজ্রযান থেকে সহজযানের উৎপত্তি।** সহজযান পন্থীরা **'সহজিয়া'** নামে পরিচিত।।

✓ স্বদেহকেন্দ্রিক সহজ পন্থায় সাধনা করতো বলে এদের সহজিয়া বলা হতো। সহজিয়াগণ তাত্ত্বিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত বলে ধর্মসাধনায় তারা দেহকে বাদ দেয়নি। কায়িক এবং আধ্যাত্মিক কোনো পথকেই তারা অস্বীকার করেনি। তাঁদের মতে সমস্ত সত্য দেহের মধ্যেই অবস্থিত, সেই সত্যই সহজ। সরহপা বলেছেন-

"সহজের মধ্যে দ্বৈততা নেই, মনের অদ্বৈত অবস্থায় তা অনুভব বেদ্য, সহজের অনুভবই সাধকের লক্ষ্য।"

✓ চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত। বৌদ্ধদের মতো বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ও ছিল। তারা বাংলায় বহুগ্রন্থ রচনা করেছেন। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাথে বাউলদের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

VICTORS
the learning network